بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুমআ

পৃথিবী এখন আগুনের গর্তের যে অংশে দাঁড়িয়ে আছে তাতে যে কোন সময়ে এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে তা এতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বকে সেই আগুন হতে রক্ষার প্রচেষ্টা করা এবং শান্তি প্রদানের কাজ করা এক আহমদীর কর্তব্য এবং আহমদীই তা করতে সক্ষম। আমাদের শিক্ষা ও কর্ম দ্বারা বোঝাতে হবে যে পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা ইসলাম দ্বারা নয় বরং তাদের দ্বারা আশংকা আছে যারা ইসলামের বিরোধী।

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন হতে প্রদত্ত ১১ই ডিসেম্বর, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন যে,- বিগত দিনগুলিতে এখানে সংবাদপত্রগুলিতে কলম লেখকগণ লেখেন এবং এরূপে এক অষ্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ বলেন যে,- ইসলামী শিক্ষায় যে জেহাদ এবং কিছু অন্যান্য নির্দেশাবলী আছে যার ফলে মুসলমানগণ উগ্রবাদী হয়ে উঠছে। ইসলামী আদেশাবলী সম্পর্কে কয়েক দিন পূর্বে ইংল্যান্ডেরও এক রাজনীতিবিদ এটি বলে যে,- ইসলামে কিছু না কিছু উগ্রতামূলক নির্দেশাবলী আছে, কঠোরতামূলক নির্দেশাবলী আছে যে কারণে মুসলমানদের সন্ত্রাশমূলক কার্যকলাপের প্রতি ঝোঁক থাকে। বক্তা ও লেখকগণ এও লিখে থাকে বা বক্তারা বলে থাকে যে এটা ঠিক যে, অন্যান্য ধর্মেও কিছু কঠিন নির্দেশাবলী থাকে, কিছু আদেশ থাকে কিন্তু তা মান্যকারীগণ হয় এখন সেগুলিকে কার্যকরী করে না অথবা সেগুলিকে অবস্থানুযায়ী পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং যুগের উপযোগী সেই শিক্ষাকে পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে নিয়েছে এবং কথাটি জোরপূর্বক বলছে যে, সুতরাং এবার কোরআন করীমকেও এ যুগের উপযোগী করে তার আদেশাবলীকে পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন আছে। যাইহোক এ দ্বারা এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে তাদের ধারণায় তাদের শিক্ষা এখন আর খোদা প্রেরিত রইল না বরং মানুষ দ্বারা সৃষ্ট শিক্ষা রয়ে গেছে এটি, আর এমনই হওয়ার ছিল কারণ সেই শিক্ষাগুলি স্থায়ী থাকা বা তার বিচারদিবস পর্যন্ত অনুসরণকারীর জন্ম নেওয়া সংক্রান্ত কোনও প্রতিশ্রুতি খোদাতাআলার নেই কিন্তু কোরআন করীমে যখন আল্লাহতাআলা এ ঘোষণা দান করেন যে,- ইন্না নাহনো নাজ্জালনাল জিকরা ওয়া ইন্না লাহু লা হাফেজুন'- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ অর্থাৎ এই জিকর্ অর্থাৎ কোরআনকে আমরাই অবতরণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করবো। তাই এর সুরক্ষার উপায়ও তিনি নির্ধারণ করেছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এই আয়াতের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পুস্তকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। এক স্থানে তিনি (আঃ) বলেন যে,- আল্লাহতাআলার এটি আদিকালের রীতি যে, যখন কোন জাতিকে কোন কর্ম হতে বাধা দান করা হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাদের নিয়তিতে এ হয়ে থাকে যে, তাদের মধ্যে কতক এই অপকর্ম করে থাকে যেভাবে তৌরাতে ইহুদীদেরকে সাবধান করা হয়েছিল যে, তোমরা তৌরাত ও অন্যান্য খোদার ঐশী গ্রন্থে পরিবর্ধন বা পরিবর্তন কোর না। কিন্তু তাদের মধ্যে কতক তাই করলো ও তাতে পরিবর্তন আনলো। কিন্তু কোরআন করীমে এটি বলা হয়নি যে তোমরা কোরআন করীমের কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন কোর না বরং বলা হয়েছে যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ অর্থাৎ কোরআনকে আমরাই অবতরণ করেছি এবং আমরাই এর সুরক্ষা করবো। এরপর তিনি (আঃ) আবার বলেন যে,- এই আয়াত পরিষ্কারভাবে জানাচ্ছে যে, যখন একটি জাতি জন্ম নেবে যারা সেই জিক্রকে পৃথিবী হতে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে সেই সময় খোদাতাআলা উর্দ্ধলোক হতে কোন প্রেরিতের মাধ্যমে এর সুরক্ষার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং সময় সময় এই সমস্ত মানুষ কোরআনের শিক্ষার উপর আপত্তি তুলে এই শিক্ষাকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে কারণ তাদের নিজস্ব শিক্ষা মুছে গেছে বা পুস্তক অবধি সীমিত রয়ে গেছে। বিগত দিনে বিভিন্ন পদ্ধতিতে, আজকাল বার্তা আদানপ্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, ওয়াটসঅ্যাপ ইত্যাদিও, তাতে একটি ছোট্ট প্রামাণ্য চিত্র চলছিল, যাতে দুই যুবক একটি পুস্তক হতে যার বহির্পার্শ্বে 'কোরআন' লেখা ছিল, অন্যান্য লোকেদের কোন কোন আয়াতের অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছিল যে, এ কেমন শিক্ষা? প্রত্যেকে যখন এ ব্যাপারে জানতে পাচ্ছিল যে এটি কোরআন করীমের শিক্ষা, (বহির্দিকে লেখা ছিল) ইসলামের শিক্ষাকে মন্দ আখ্যায়িত করছিল। কিছুক্ষণ পর সেই ছেলেরা সেই পুস্তকের আচ্ছাদন সরিয়ে দেয় আর দেখায় যে সেটি ইসলামের নয় বাইবেলের শিক্ষা, কারণ এটি বাইবেল ছিল যা আমরা পাঠ করছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে কেউ বাইবেল জানার পর সে ব্যাপারে কোন নেতিবাচক মন্তব্য করেনি বা খারাপ মন্তব্য করেনি যেভাবে কোরআন সম্পর্কে করছিল কিছুক্ষণ পূর্বে। ইসলামের নাম আসলেই তাৎক্ষণিকভাবে নেতিবাচক মন্তব্য করে ও হেঁসে ওঠে, বা চুপ করে থেকে যায়। এ হোল এদের অবস্থা। যদি এক মুসলমান কোন মন্দ কর্ম করে তো ইসলামের প্রতি আরোপিত হয়, যদি ভিন্ন ধর্মীর মানুষ তা করে তো বলা হয় বেচারা প্রতিবন্ধী ছিল, উন্মাদ ছিল। আমরা স্বীকার করছি যে কিছু মুসলমান গোষ্ঠীর ইসলামের নামে অপকর্মের বা আচরণের ফলে ইসলামকে নিন্দিত বা দুর্নাম করছে কিন্তু এজন্য

কোরআন করীমকে লক্ষ্যবস্তু বানানো বা চিহ্নিত করার চেষ্টা করা এবং তার অন্তীম পর্যায়ে পৌঁছানোও ইসলামের বিরুদ্ধে হৃদয়ের বিদ্বেষ ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এর অসীম বহিঃপ্রকাশ তো আজকাল আমেরিকার এক রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ ছিল।

যাইহোক ইসলাম সম্পর্কে যে যা চাক বা বলতে থাকুক কিন্তু ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা না কোন ধর্মের শিক্ষা করতে পারে আর না তাদের নিজস্ব সৃষ্ট বিধিনিয়ম করতে পারে। তারা বলে থাকে আমরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিধিনিয়ম পরিবর্তন করেছি। আল্লাহতাআলা এই যুগেও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোরআন করীমের সুরক্ষার নিমিত্তে এক মনোনীত প্রেরিত পুরুষকে পাঠিয়েছেন যিনি ইসলামের দৃষ্টিনন্দন শিক্ষার সহিত আমাদের পরিচিত করেছেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এক স্থানে বলেন যে,- কোরআন করীম যার অপর নাম জিকর বা স্মরণিকা বলা হয়েছে। এই প্রারম্ভিক যুগে মানুষের মধ্যে লুক্কায়িত এবং বিস্মৃত সত্য এবং প্রচ্ছন্ন বিষয়াদিকে স্মরণ করাতে আগমন করেছিল। আল্লাহতাআলার এই সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি অনুসারে যে انا له لحافظون এযুগেও আকাশ হতে এক শিক্ষক এসেছেন যিনি وآخرين منهم لما يلحقوا بهم এর সত্যায়ন ও প্রতিশ্রুত ব্যক্তি। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি তোমাদের মাঝে কথা বলছেন। সুতরাং ধন্য সেই ব্যক্তিগণ যারা এই ধারাবাহিকতা বা জামাতের গুরুত্ব বোঝে অর্থাৎ তাঁর জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

আবার তিনি (আঃ) বলেন যে, -'আল্লাহতাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কোরআন শরীফের মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চোদ্দশত বর্ষের প্রারম্ভে আমাকে প্রেরণ করেছেন।' আবার বলেন যে,- 'কোরআন করীমের সমর্থন ও সহায়তা আমাদের সাথে আছে। এটি আজ কোন ধর্মের অনুসারীদের ভাগ্যে জোটেনি। যে জাতি বা মানুষ তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের দাবী করে থাকে, প্রকৃত অর্থে তারা ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলির হাতের খেলনা বা পুতুল। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে,- এ যুগ তরবারি দ্বারা জেহাদের যুগ নয়, এবং তরবারির দ্বারা জেহাদের অনুমতিও সেই বিশেষ অবস্থার দরুণ প্রাপ্ত হয়েছিল যা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে সৃষ্টি হয়েছিল অর্থাৎ শত্রুপক্ষ ইসলামকে তরবারির বলে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ইসলাম শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষায় ভরপুর হয়ে আছে। মুসলমানদেরও বোঝাতে হবে যে, পারস্পারিক হত্যা-মারামারি ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ দ্বারা তোমরা ইসলামের দুর্নাম করছো। যদিও আমাদের নিকট বেশি কিছু সামগ্রী নেই কিন্তু যতটা সম্ভব আমরা সংবাদ মাধ্যম, প্রেস এবং বিভিন্ন অছিলায় এ কাজ করতে পারি বিভিন্ন দেশে এবং প্রত্যেকটি শহরে করা একান্ত প্রয়োজন। এ সময় পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত রূপ প্রদর্শনের ভীষণ প্রয়োজন আছে।

সম্প্রতি এখানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গ্লাসগোর এক মন্ত্রী ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে জামাত আহমদীয়ার প্রেক্ষাপটে বলেন যে,- একমাত্র আহমদী মুসলমান আছে যারা ইসলামের শান্তি ও নিরাপত্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের গ্লাসগোতে শান্তিসভা ছিল তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং তিনি বড়ই প্রশংসা করেন। তা শুনে সেখানে উপবিষ্টা গৃহ মন্ত্রীও বলেন যে,- আহমদীরা কোন নূতন শিক্ষা পরিবেশন করে না বরং কোরআন করীমের শিক্ষাই তারা উপস্থাপন করে। বিগত দিনে যখন আমি জাপানে ছিলাম সেখানেও শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও বহি:প্রকাশ এটিই ছিল বরং এক খ্রীষ্টান পাদ্রীও বলেন যে,- ইসলামের যে শিক্ষা তোমরা কোরআন করীমের আলোকে বর্ণনা করছো সেটা জানার জাপানীদের বড়ই প্রয়োজন আছে বরং পৃথিবীর সবাইকে জানানোর প্রয়োজন আছে। এবার জাপান জামাতের কাজ হোল যে, ব্যাপক পরিকল্পনার মাধ্যমে এই মন্তব্যকে সতেজ বা জাগ্রত রাখা সেইভাবে এখানেও এই দেশে ইউ.কে তেও এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষার চেতনা যেভাবে আমাদের হযরত মসীহজ মাওউদ (আঃ)এর মাধ্যমে জানা যায় তা প্রসার করা।

সুতরাং এই যুগে কোরআন করীমের সুরক্ষার আল্লাহাতালা আপনাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন, হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর উপর দিয়েছেন এবং এই কাজ ও দায়িত্ব প্রত্যেক আহমদীর যে, প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক মানসিকতা পর্যন্ত এই বার্তাকে পৌঁছান এবং প্রত্যেক স্থানে এই কাজকে সম্পাদন করতে গিয়ে তাঁর (আঃ)এর বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুবাদে দায়িত্ব পালন করুন। এখন আমি কিছু সমস্যার কথা উপস্থাপন করবো যা ইসলামী শিক্ষার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে। কোরআন করীমে আল্লাহতাআলা এক স্থানে বলেন যে,- لَآ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ ধর্মে কোনও প্রকার বলপ্রয়োগ নেই। আবার বলেন,- وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿يونس: ٩٩﴾ এবং আল্লাহতাআলা যদি নিজের উদ্দাম বা ইচ্ছাকে অবতরণ করতে চাইতেন তাহলে যত মানুষ এই ভূ-পৃষ্ঠে আছে সকলেই ঈমান বা বিশ্বাস আনয়ন করে নিত। তাই যেহেতু খোদাও বাধ্য করেন না তাহলে তুমি কি বাধ্য করবে মানুষকে যে তারা ঈমান আনুক। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এক স্থানে বলেন যে,- ইসলাম কদাপি বলপ্রয়োগের শিক্ষা দেয়নি। এবার আঁ হযরত (সাঃ) কেও আল্লাহতাআলা বলেন, لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا যে, যদি আল্লাহতাআলা চাইতেন তাহলে প্রত্যেকে যারা পৃথিবীতে উপস্থিত আছে ঈমান আনয়ন করতো কিন্তু আল্লাহতাআলা তা চাননি তাই আঁ হযরত (সাঃ) এর আকাংখা সত্ত্বেও আল্লাহতাআলা এটিই বলেন যে,- তোমার বলা সত্ত্বেও তা হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং এ কথাটি সর্বদা স্মরণ রাখা রাখতে হবে এবং এটাই একটি শিক্ষা যা বড়ই স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করে যে ইসলামে বলপ্রয়োগ নেই। আবার তিনি বলেন যে,- ইসলামের যুদ্ধ তিন প্রকার ছাড়া এর বাইরে ইসলামী যুদ্ধ ছিল না। অর্থাৎ তিন প্রকার ক্ষেত্রে যুদ্ধ বৈধ ছিল ইসলামে যখন বলপ্রয়োগ করা হোল আর বলপ্রয়োগের অনুমতি

ছিল বা আছে। প্রথমটি আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ প্রতিরক্ষামূলক পন্থা অবলম্বনে স্বায়ত্বশাসন। (যদি তোমার উপর আক্রমণ হয় তখন নিজ সুরক্ষার জন্য প্রতিরোধকল্পে হাতিয়ার তোলা যেতে পারে) দ্বিতীয়টি হোল, শাস্তি স্বরূপ অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা (সেটি তখন, যখন কাউকে শাস্তি দেওয়া হয় এবং অন্যজন আক্রমণ করলো রক্ত বর্ষণ করলো তবে অবশ্যই তাকে শাস্তিস্বরূপ সেটি যুদ্ধ হোক বা সাধারণ পরিস্থিতিতে হোক সে সময় হাতিয়ার ধারণ করা হয় বা শাস্তি দান করা হয় বা হত্যা করা হয়) এছাড়া তৃতীয়ত: স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থাৎ আক্রমণকারীর শক্তি ভঙ্গ করতে যারা মুসলমান হওয়ার কারণে হত্যা করতো। কোরআনে স্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, ধর্মকে প্রসার করতে তরবারি কদাপি তুলো না এবং ধর্মের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে উপস্থাপন কর এবং উত্তম আদর্শের প্রদর্শন করে নিজের দিকে আকর্ষণ কর এবং এটি মনে করো না যে ইসলামের প্রারম্ভে তলোয়ারের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। কারণ সে তলোয়ার ধর্মকে প্রসারের জন্য ছিল না বরং শত্রুর আক্রমণ হতে নিজেকে রক্ষার জন্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তলোয়ার ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু ধর্মের জন্য বলপ্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি বলেন - যারা মুসলমান হওয়ার পর কেবলমাত্র এই কথাটিই জানতে পারে যে ইসলাম তলোয়ার দ্বারা প্রসারিত করা উচিৎ সে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য্যের সহিত পরিচিত নয়। ধর্মের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যকে তুলে ধরা আর তা তখনই সম্ভবপর যখন স্বয়ং ধর্ম সম্পর্কে অবহিত হবে। তাই নিজের জ্ঞানকে বৃদ্ধি কর এবং দ্বিতীয়টি বলেন, উত্তম আদর্শের নিদর্শন প্রদর্শন করে নিজের প্রতি আকৃষ্ট কর। নিজের পুণ্য কর্মের দ্বারা আদর্শ স্থাপন কর যাতে মানুষ আমাদের দিকে আসে।

সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর এটি বিরাট দায়িত্ব, যে ধর্মের অভ্যন্তরীণ গুণাবলীকে উপস্থাপন করার নিমিত্তে কোরআন করীমের জ্ঞান অর্জন কর এবং এরপর নিজ পুণ্য কর্মের আদর্শ স্থাপন করে বিশ্বকে নিজের পৃতি আকৃষ্ট কর এবং এই জ্ঞান এবং কর্ম আছে যদ্বারা এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর দাসত্বে এসে কোরআন করীম ও ইসলামের সুরক্ষার কাজে অংশীদার হতে পারি এবং বিশ্বকে জানাতে পারি যে পৃথিবীতে যদি প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাও তবে কোরআন করীমের মাধ্যমেই তা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। কোরআন করীম এক স্থানে ইসলামের অস্বীকারকারীদের চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছে,- وَقَالُوٓا اِنۡ نَّتَّبِعِ الۡهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفۡ مِنۡ اَرۡضِنَا ؕ ﴿القصص:۵۸﴾ -আর তিনি বলেন যে, আমরা এই নির্দেশাবলীর যা তোমাদের উপর অবতরণ করা হয়েছে তা অনুসরণ করলে নিজ দেশ হতে ছিন্ন করা হবে। সুতরাং ইসলামী শিক্ষার উপর আপত্তি এজন্য নেই, যে তাতে অত্যাচার ও বলপ্রয়োগের শিক্ষা আছে বরং ইসলামের অমান্যকারীদের ইসলামের শিক্ষার উপর যে আপত্তিসমূহ তা হোল যে, যদি আমরা তোমার শিক্ষার অনুসরণ করি যা শান্তির শিক্ষা, যা নিরাপত্তার শিক্ষা দেয়, তবে চতুষ্পার্শের জাতিগুলি আমাদের ধ্বংস করে দেবে। সুতরাং ইসলামের শিক্ষা তো বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করার শিক্ষা দেয়, শান্তি-সৌহার্দ্য এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করার শিক্ষা দেয়। শান্তি ও ভালবাসার বার্তা প্রদানকারী শিক্ষা এটি। কিছু মুসলমান গোষ্ঠী যদি তা অনুসরণ করে না তবে তাদের সেটি দুর্ভাগ্য। এই সকল ব্যক্তি তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য পৃথিবীর ভৌগলিক এবং রাজনৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি ও অপকর্ম করে চলেছে। মুসলমান দেশগুলির দুর্নীতিতে কিছু বৃহৎ দেশের অংশীদারিতা আছে। এখন আবার বিভিন্ন পশ্চিমী প্রচার মাধ্যমেও স্বয়ং তাদের নিজের লোকেরা বলা আরম্ভ করেছে যে মুসলমানদের এই সন্ত্রাসবাদী দলগুলি আমাদের শাসকবর্গের সৃষ্ট যা আমরা ইরাকের যুদ্ধের পর বা সিরিয়ার অবস্থার পর সৃষ্টি করেছি। এই কথার উপর ভিত্তি করে আমি বলবো মুসলমানদের এবং সেই সকল ব্যক্তিদের যারা ইসলামের নামে মুসলমান আখ্যায়িত হয়ে সন্ত্রাসবাদী ও ইসলামের ভুল শিক্ষার প্রদর্শন করে চলছে আর দোষক্ষালন করে না কিন্তু সেই আগুনকে উদ্দীপ্ত করতে বৃহৎ শক্তির নিঃসন্দেহে অংশীদারিতা আছে। সম্প্রতি সন্ত্রাসবাদীদের দমনের বা নাশ করার কথা হয় তাতে আমরা নিমজ্জিত হতে থাকি এবং পক্ষান্তরে তাদের অস্ত্র প্রদানকারী ও অবৈধ পদ্ধতিতে সামগ্রী সরবরাহকারী অথবা অবৈধ ভাবে অর্থ-লেনদেনকারীদের প্রতি যদিও তারা জ্ঞাত আছে যে কারা বা কিভাবে এ কাজগুলি সম্পাদন হচ্ছে তবুও তারা চক্ষু মুদিয়া নেয়।

অতএব পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার বিনাশকারী কেবলমাত্র এই মুসলমান জাতিই নয় যারা ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে চলে অত্যাচার ও দুর্নীতি করছে বরং বৃহৎ শক্তিগুলিও আছে যারা নিজেদের সুবিধা-লাভকে প্রাধান্যতা দেয় এবং বিশ্বের শান্তি তাদের সম্মুখে সাধারণ ও অনাবশ্যক বস্তু হয়ে দাঁড়িছে। এক প্রকৃত মুসলমান তো এটা জানে যে, খোদাতাআলা শান্তিধর্মী আর তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য শান্তি চান এবং প্রকৃত মুসলামানদের মধ্যে নি:সন্দেহে আহমদীরাই আছে যারা এ কথার চেতনা ও অনুভূতি রাখে যে, আল্লাহতাআলা মানবতাকে নিরাপত্তা দিতে এবং পৃথিবীতে শান্তি নিরাপত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে কত আদেশাবলী দিয়েছেন ও কত অধিক দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। খোদাতাআলা কোরআন করীমের এক স্থানে বলেন যে,- وَقِيۡلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوۡمٌ لَّا يُؤۡمِنُوۡنَ ﴿ۘ۸۹﴾ فَاصۡفَحۡ عَنۡهُمۡ وَقُلۡ سَلٰمٌ ؕ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۹۰﴾ ﴿الزخرف:۸۹﴾ -'আর যখন তিনি বলেন যে, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! এ সকল ব্যক্তিরা ঈমান আনছে না তখন আল্লাহতাআলা বলেন যে,- তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং এটুকু বলে দাও যে, সালাম! তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, খুব শীঘ্র তারা জেনে যাবে যে, ইসলামের বাস্তব সত্য কি।

সুতরাং কোরআন করীমে আঁ হযরত (সাঃ) কে তো আল্লাহতাআলা এ আদেশ দিলেন যে ইসলাম বিরোধীদের সমস্ত বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন দেখে ও সহ্য করে এ জবাব দাও যে, আমি তোমাকে শান্তির বাণী দিচ্ছি এবং দিতে থাকবো যাতে

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। অতএব আঁ হযরত (সাঃ) এর জন্য যদি এ আদেশ থাকে তবে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য এ আদেশ কতটা জরুরী হতে পারে। আজও যখন এই একই পরিস্থিতি তখন আমাদের এটাই কর্তব্য হবে যে, এভাবে বার্তাকে পৌঁছাই। আমাদের কাজ হোল শান্তি ও নিরাপত্তার বাণীকে পৌঁছানো। একজন প্রকৃত মুসলমান ও রহমানের বান্দার তো এই পরিচয়ই আল্লাহতাআলা বলেছেন যে, وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿الفرقان:٦٤﴾ আর যখন অবোধ-মূর্খ মানুষরা তাঁর সহিত লড়ে তখন তারা লড়াইএর স্থলে এ বলে যে, আমরা তোমাদের জন্য সুরক্ষা প্রার্থনা করছি।

সুতরাং এ হোল কোরআনের শিক্ষা যা প্রত্যেক স্তরে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং তার জন্য চেষ্টা করার আদেশ দান করে। আমাদের মাঝে প্রত্যেককে এবং বিশেষ করে যুবকদের কোনও প্রকারের হীনমন্যতার স্বীকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। এটি ইসলাম এবং কেবল ইসলামই আছে যা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তার স্বীকৃতি দান করতে পারে এবং কোরআন করীম আছে এবং কেবল কোরআন করীমই আছে যা শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের ও উগ্রতা নিধনকারী শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সুতরাং প্রত্যেকের এই শিক্ষার চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে সেই শিক্ষাকে নিজের উপর কার্যকরী করার প্রয়োজন আছে। এই শিক্ষার উপর চলুন যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন যে,- নিজ আদর্শ কর্ম মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দাও যে, আজ কোরআন করীমের সুরক্ষার কাজের জন্য আল্লাহতাআলা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করেছেন আর এটি তাঁর কৃপা। কোরআন করীমের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনাই এটির আত্মিক সুরক্ষাও বটে যার জন্য আল্লাহতাআলা এ যুগে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)কে প্রেরণ করেছেন এবং আমাদের তাঁর (আঃ)কে মানার সৌভাগ্য দান করে এই কাজের জন্য চয়ন করেছেন। অতএব এই সুন্দর শিক্ষাকে পৃথিবীতে বিস্তারের কাজ সম্পাদন করা প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব এবং এই দায়িত্বকে কার্যকরী করতে প্রত্যেক আহমদী ছেলে-মেয়ে, পুরুষ-মহিলাদের চেষ্টা করা উচিৎ। পৃথিবী এখন অগ্নিগহ্বরের যে অংশে দাঁড়িয়ে আছে তাতে যে কোন সময়ে এমন পরিস্থিতি হতে পারে যে, তা এতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বকে সেই আগুন হতে রক্ষার প্রচেষ্টা করা এবং শান্তি প্রদানের কাজ করা এক আহমদীর কর্তব্য এবং আহমদীই তা করতে সক্ষম।

সুতরাং এর জন্য প্রবল প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য আল্লাহতাআলার সহিত বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, তাঁর সম্মুখে নত হতে হবে, তাঁর আনুগত্য অর্জন করতে হবে। তাঁর আনুগত্য নিজ হৃদয়ে সৃষ্টি করতে হবে তবেই আমরা নিজেকে এবং নিজের প্রজন্মকেও এবং বিশ্বকেও শান্তি এবং নিরাপত্তা দান করতে পারব। এরূপ পরিস্থিতির জন্য এই অবস্থার জন্য হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছিলেন যে,-

আগ হ্যায় পর আগসে ওহ সব বাচায়ে জায়েঙ্গে যো কে রখতে হ্যঁায় খোদায়ে জুলআযায়েবসে পেয়ার

(বঙ্গানুবাদ- আগুন হবে কিন্তু আগুন হতে তাদের সকলকে রক্ষা করা হবে, যারা মহা বিস্ময়ের অধিকারী খোদাকে ভালবাসে)

অতএব এই মহা বিশ্বের অধিকারী এবং সকল আনুগত্যের অধিকারী খোদার সহিত সম্পর্ক দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার প্রয়োজন আছে এবং খোদার সহিত ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা করার প্রয়োজন আছে। আল্লাহতাআলা আমাদের এর সৌভাগ্য দান করুন এবং জাগতিক মানুষদেরও বুদ্ধি দান করুন যেন তারা খোদাতাআলার কথাকে শোনে এবং আত্মসংশোধনের চেষ্টা করে এবং ধ্বংসের গুহায় নিমজ্জিত হতে রক্ষা পায়।

খুতবা জুমআর শেষে হুযূর (আইঃ) এক জানাজা উপস্থিত এবং দুটি গায়েব জানাজা পড়ান। উপস্থিত জানাজা মোকাররম এনায়েতুল্লাহ আহমদী সাহেবের ছিল এবং দ্বিতীয় জানাজা মোকাররম মৌলবী বশীর আহমদ সাহেব কালাআফগান দরবেশ, কাদিয়ান এর এবং তৃতীয় জানাজা গায়েব ছিল মোকাররমা কানতা বেগম সাহেবা যিনি ডঃ তারেক আহমদ (ইনচার্য, নূর হাসপাতাল, কাদিয়ান) সাহেবের মাতা ছিলেন। হুযুর আনোয়ার প্রয়াতদের পুণ্যকর্মের উল্লেখ করে তাঁদের জন্য মাগফেরাত ও পদমর্যাদায় উন্নতির জন্য দোয়া করেন।

অনুবাদকঃ বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar 11th December, 2015

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To.....

.....

.....

NAZARAT NASHR-O-ISHAAT, QADIAN, INDIA